ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নং ঃ

তারিখ ঃ 27-2-2016

No.7(1)-SWC/Pc/Rape/Sl.60 /2016/589-98

প্রেস রিলিজ

নাবালিকা কন্যাকে অপহরন করে নির্যাতন - অপরাধীর কঠোর শাস্তি চায় কমিশন

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে 'ছাত্রীকে বাংলাদেশে ধর্ষন' শীর্ষক খবরের ভিত্তিতে রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রী একজন প্রতিনিধিকে নিয়ে উক্ত নাবালিকা (১৬) ছাত্রীর বাড়ী কমলাসাগরে তদন্তে যান। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে তার জবানবন্দী নথীভূক্ত করা হয়। জবানবন্দীতে জানা যায় যে গত ১৫ ফেব্রুয়ারী বর্ডার ফেন্সিংয়ের ওপারে (ভারতীয় অংশে) তাদের একটি বাড়ী রয়েছে। ঐ বাড়ীতে নির্যাতিতা মেয়েটি একাছিল। নির্যাতিতার মা পাশেই মামার বাড়ী গিয়েছিলেন । সন্ধ্যা আনুমানিক ৬/৩০ মিনিট নাগাদ একটি শিশুর ডাকে দরজা খুলে দিলে একই গ্রামের ছোট্ট মিঞার ছেলে শিমুল মিঞা তাকে মুখে-চোখে গামছা বেঁধে কোলে করে বাংলাদেশ ভূখন্ডে নিয়ে যায়। সেখান থেকে অটো করে 'শালদা নদী' নামক এক গ্রামে শিমুলের আত্মীয়ের বাড়ীতে একটি ঘরে চারদিন আটকে রাখে। বিয়ের প্রস্তাব দেয় শিমুল। তিনবার মেয়েটিকে ধর্ষন করে। পরদিন শিমুল বাংলাদেশেরই আখাউরা গ্রামে নির্যাতিতাকে তার বোনের বাড়ী নিয়ে যায়। ১৯ ফেব্রুয়ারী শিমুল নির্যাতিতাকে নিয়ে পুনরায় ভারতে ওদের বাড়ী আসে। সেখানে আসার পর শিমুলের মা, দুই বোন নির্যাতিতাকে ও শিমুলকে মারধোর করে। এতে নির্যাতিতা অজ্ঞান হয়ে যায়। সবাই চলে যায়। নির্যাতিতা একটু সুস্থ হলে শিমুলের নানা'র বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। খবর পেয়ে নির্যাতিতার ভাই পরদিন ভোরে বিশালগড় মহিলা থানায় অভিযোগ জানান। শিমুল মিঞা এবং তার পরিবারের সদস্যদের কঠোর শাস্তি চান নির্যাতিতা।

মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষা হয়েছে এবং মেজিষ্ট্রাট পর্যায়ে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ হয়েছে।
মহিলা কমিশন ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অপরাধীর শাস্তি দাবি করছে।

27/2/2016

(Smt. Aparna De)
Member Secretary
Tripura Commission for Women